Sanatan Dharma

মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মেনস্ট্রুয়েশন

ঋতুস্রাব অশুচি ! ঠাকুরের জন্যে রান্না এবং পুজো করে কুসংস্কারকে হেলায় ওড়ালেন মা সারদা---
মেনস্ট্রুয়েশন বা ঋতুস্রাব মেয়েদের এক স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া | কিন্তু আজও ঋতুস্রাব নিয়ে রয়েছে হাজারও কুসংস্কার | সরকারি সমীক্ষাই বলছে, ভারতের ৭০ শতাংশ মায়েরা নিজের মেয়েকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকতেই বলে থাকেন | দেশের ৪৫ শতাংশ মেয়ের কাছে ঋতুস্রাব আজও অস্বাভাবিক | গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সবজায়গাতেই ঋতুকালীন সুরক্ষার বিষয় আজও বহুলাংশে অবহেলিত |

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ঋতুস্রাব নিয়ে মেয়েদের মেনে চলতে হয় বহু নিয়ম | অনেকেই ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে ঘরের বাইরে বেরোন না কিংবা পুজো করেন না | এমনকি রয়েছে ছোয়াছুয়ির বিধিনিষেধ | কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও উল্টো পথে হেঁটেছিলেন মা সারদা | একজন সমাজ সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি |

কি করেছিলেন তিনি?
মায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের পেটের সমস্যা ছিল | ঝালে ঝোলে অম্বলে জাত রান্না খেতে পারতেন না । হালকা খাবার না খেলেই তাঁর পেটের রোগ দেখা দিত | মা সারদা শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে ইচ্ছেমত শুক্তো, হালকা ঝোল রেঁধে দিতেন | কিন্তু প্রথম প্রথম মেয়েদের অশুচির দিনগুলি মা সারদা রাঁধতেন না | এই সময় মন্দির থেকে প্রসাদ আসত আর ঠাকুর সেই খাবার খেতেন | আর সেই খাবার খেলেই ঠাকুরের অসুখ শুরু | একদিন ঠাকুর মা সারদাকে বললেন, দেখ, তুমি ও-কদিন রাঁধলে না আর আমার কি শরীর খারাপ হল | মা বললেন, মেয়েদের অশুচির দিনগুলি রাঁধতে নেই |

ঠাকুর এই কথা শুনে বললেন, মনই শুচি অশুচি, শরীরে শুচি অশুচি হয় না | তুমি আমাকে খাবার বানিয়ে দিও | দোষ হবে না | এই কথা শোনার পর সারদাদেবীই রোজ রান্না করে দিতেন | কোনও কুসংস্কার মানতেন না | এমনকি ওই সময়ে পূজাদি সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সারদা দেবীকে বলেছিলেন,যদি পূজা না করলে মনের কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয় | এরপর থেকে ওই সময়ে পুজোও করতেন শ্রী মা সারদাদেবী |

এভাবেই মন এবং সমাজের সংস্কার ভেঙেছিলেন মা সারদা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের সময় এসব ছিল ধারণার বাইরে |

Published on: Apr, 10 2023 10:05